জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এগিয়ে যাওয়ার আরও ৪ বছর

১২ জানুয়ারি ২০১৮

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আবির্ভাবে ব্যপকভাবে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার হবে। আগামীতে প্রাযুক্তিক উন্নয়নকে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য মানবিক রোবট সোফিয়াকে প্রদর্শন করা হয় ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ এ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ এর উদ্বোধন শেষে কথা বলছেন রোবট সোফিয়ার সঙ্গে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এগিয়ে যাওয়ার আরও ৪ বছর

ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি প্রেরণাদায়ি অঙ্গীকার। একটি বিপ্লবের দর্শনের নাম। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর যে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের ঘোষণা দেয়া হয়, তার প্রধান অনুষঙ্গ এ ডিজিটাল বাংলাদেশ। এতে প্রতিফলিত হয় দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার একটি আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের চিন্তা এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ জনাব সজীব ওয়াজেদের তথ্যপ্রযুক্তিলব্ধ জ্ঞানের বাস্তব অভিজ্ঞতা। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আধুনিক, জ্ঞানভিত্তিক মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা হল এ দর্শনের মূল লক্ষ।

২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পর ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ৯ বছর পূর্ণ হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অন্যতম সহযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ইতোমধ্যে পূর্ণ করেছে আরও চারটি বছর। এ সময়ে দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে এই বিভাগ কী ভূমিকা পালন করেছে, সে প্রশ্নের অবকাশ থাকাই স্বাভাবিক। দেশ ও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকার অঙ্গীকার থেকে বিগত চার বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

বিগত চার বছরে একটি গতিশীল খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত। এ সময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবিস্মরণীয় উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও অগ্রগতিতে এ বিভাগ রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কানেক্টিং বাংলাদেশ, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নমেন্ট এবং আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের এ চার স্তম্ভকে ঘিরেই পরিচালিত হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদের পরামর্শ ও নির্দেশে চার স্তম্ভের বাস্তবায়নে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ-বান্ধব নীতিমালা ও আইন প্রণয়নে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এর অধিকাংশই আজ দৃশ্যমান। বর্তমানে দেশে ডিজিটাল ইকো-সিস্টেম গড়ে উঠেছে। আইসিটি রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়ে ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। দেশীয় আইটি কোম্পানীগুলো আরও বিকশিত হয়েছে এবং কোনো কোনো কোম্পানী দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছে। এসব ক্ষেত্রে রয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা।

এ চার বছরে সাফল্য ও অগ্রগতির তালিকায় যুক্ত হয়েছে নানা মাইলফলক। ১২ ডিসেম্বরকে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমবারের মত সারাদেশে দিবসটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়েছে। যশোরে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের উদ্বোধন, উপজেলা পর্যন্ত কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠার পর ২৬০০ ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ এ মানবিক রোবট সোফিয়াকে এনে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়ন সম্পর্কে দেশের মানুষকে পরিচিত করা, এশিয়া প্যাসিফিক ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স অ্যাওয়ার্ড (এপিআইসিটিএ) ঢাকা ২০১৭ আয়োজন, জাতীয়ভাবে জরুরি সেবা প্রদানের জন্য ৩৩ লাখ ফোন কলের বিশ্লেষণ করে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস ৯৯৯ চালু, পেপ্যাল-জুম সার্ভিস ও গুগল মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট চালু, ৯৪টি আইসিটি পণ্য আমদানীতে শুল্ক প্রত্যাহার,

ডিজিটাল
বাংলাদেশ
বাস্তবায়নের চার স্তম্ভ

আইসিটি পণ্য রপ্তানীতে ১০ শতাংশ নগদ সহায়তা, আইটি/আইটিইএস প্রতিষ্ঠানের জন্য ২০২৪ সাল পর্যন্ত ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা, স্টার্ট আপ চালু করা ও ইনোভেশন, ডিজাইন এন্ড অন্ট্রাপ্রেনিউর একাডেমি (iDEA) প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি, বিশেষভাবে সক্ষম ও শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের জন্য চাকুরি মেলার আয়োজন করে যোগ্যদের চাকুরির সুযোগ করে দেয়া, দেশের ৬৪ জেলার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্পের আয়োজন ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, ডিজিটাল মিডিয়ায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ব্যতিক্রমী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ থেকে ২৬টি বাক্য বাছাইপূর্বক দেশের ২৬ জন খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ - লেখক - বুদ্ধিজীবী - সাংবাদিকবৃন্দের বিশ্লেষণ সংকলিত করে প্রকাশ করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: রাজনীতির মহাকাব্য' শীর্ষক গ্রন্থ। গত ১৩ নভেম্বর ২০১৭ মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক শুরুর পূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বইটির মোড়ক উন্মোচন এবং এর ডিজিটাল ভার্সন- ই-বুক ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের উদ্বোধন করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তি ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ে তৈরি করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু' নামে মোবাইল অ্যাপ। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থের ডিজিটাল সংস্করণ নিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধ' নামক অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

তরুণ প্রজন্মকে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের সত্যিকার আবহ দিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ভাষণের ভার্চুয়াল রিয়েলিটি অবমুক্ত করেছে।

বিগত চার বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বেশ কিছু কার্যক্রমের সাফল্যের স্বীকৃতি এসেছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে যা শুধু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের জন্যই নয়, দেশের জন্য বয়ে এনেছে অনন্য সম্মান। গভর্নিং প্রসেসকে ডিজিটাইজড করার জন্য Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে 'ASOCIO 2016 Digital Government Award' প্রদান করে। ৭ থেকে ৯ মে ২০১৭ যুক্তরাজ্যের ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত MobileGov World Summit 2017" শীর্ষক ইভেন্টে 'Excellence in Designing the Future of e-Government' ক্যাটাগরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ "Global MobileGov Awards 2017" এর চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এছাড়াও Asian-Oceanian Lan Computer Industry Organization (ASOCIO) এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে 'ICT Education Award 2017' পুরস্কার প্রদান করা হয়। ইনক্লুসিভ ডিজিটাল অপরচুনিটি ক্যাটেগরিতে ইনফো-সরকার প্রকল্পকে ই-এশিয়া ২০১৭ পুরস্কার দেয়া হয়। সারাদেশে কারিগরি অবকাঠামো নির্মাণ, জনসেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি, দেশের আইটি শিল্প উন্নয়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্প্রসারণে ব্যবস্থা গ্রহণসহ দেশে ই-গভর্নেনেন্স বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য কারিগরি ক্যাটেগরিতে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে 'জনপ্রশাসন পদক ২০১৭' প্রদান করা হয়।

বিগত চার বছরে চার স্তম্ভের বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিভিন্ন উদ্যোগের বাস্তবায়ন, চলমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যতের উদ্যোগসমূহ ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে পূর্ণমাত্রায় ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করাসহ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও এর সাথে তাল মিলিয়ে চলার সক্ষমতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রকাশনাটিতে সেসবের ওপরই আলোকপাত করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে প্রাপ্ত সম্মাননাসমূহ

কানেক্টিং বাংলাদেশ

আইসিটি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশে ২৮টি হাই-টেক/আইটি পার্ক নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পার্কসমূহের নির্মাণ কাজ শেষ হলে প্রায় ২৯ লক্ষ বর্গফুট ফ্লোর স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা যাবে এবং এর মাধ্যমে সম্ভাব্য ৩ লক্ষ জনের কর্মসংস্থান হবে। এছাড়াও দেশে ১২টি সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

যশোরে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণ শেষে ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্কটির উদ্বোধন সাম্প্রতিককালে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের জন্য একটি বড় অর্জন। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আইসিটি শিল্পের সুষম উন্নয়ন ও বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য এ পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে।

- আধুনিক সুবিধাসহ এতে রয়েছে ১৫তলা মাল্টি টেন্যান্ট বিল্ডিং (এমটিবি)।
- জিমনেশিয়ামের সুবিধাসহ ১২তলা ডরমেটরি বিল্ডিং এবং ক্যান্টিন ও অ্যাম্ফিথিয়েটার।
- ৩৩ কেভিএ পাওয়ার-সাব স্টেশন, অপটিক্যাল ফাইবার কেবল সংযোগ এবং অন্যান্য ইউটিলিটি সেবা।
- পার্কটিতে ইতোমধ্যে ৩৩টি প্রতিষ্ঠানকে স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি প্রতিষ্ঠানে ২৩৫ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে ।

জনতা টাওয়ারে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, ঢাকা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা গত ২৭ জুলাই, ২০১৬ তারিখে ৭২০০০ বর্গফুটবিশিষ্ট জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ভবনটিতে স্পেস বরাদ্দ পাওয়া ১৫টি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। একটি ফ্লোর ১০ টি স্টার্টআপ কোম্পানী কিউবিকল সুবিধাসহ এবং ৪০টি স্টার্ট-আপ কোম্পানী বিনা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে পার্কটিতে প্রায় ৮০০ লোক কাজ করছে।

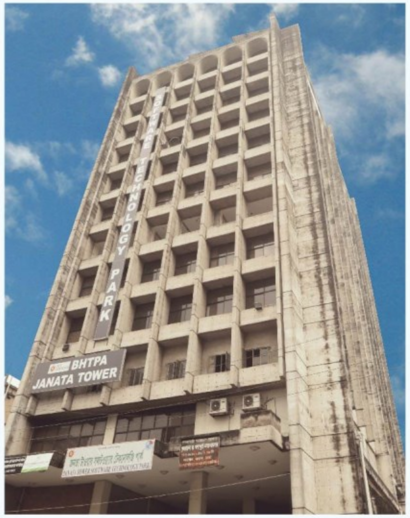

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) ভিত্তিতে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় দেশের প্রথম হাই-টেক পার্ক ‘বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি’র প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব মডেলে (PPP) ২জন ডেভলপারের মাধ্যমে তিনটি ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ১ম পর্যায়ে একটি ডেভেলপার কোম্পানী (সামিট টেকনোপলিস বিডি লি) একটি শ্রীলংকান প্রতিষ্ঠানের ল্যাপটপ আসেম্বলিং কারখানার ৬০,০০০ বর্গফুট ভবন নির্মাণ প্রায় সমাপ্ত করেছে এবং একটি সিগনেচার ভবনের (১,৬৫,০০০বর্গফুট) কাজ চলছে। অন্য ডেভেলপার কোম্পানীর (টেকনোসিটি বিডি লি.) ১,৮৬,০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট একটি মাল্টি-টেন্যান্ট বিল্ডিং নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

এ পার্কটিতে ৬টি প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছে। পার্কটিতে প্রায় ১ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সিলেট ইলেকট্রনিক সিটি

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ১৬২.৮৩ একর জমির উপর গড়ে উঠছে 'হাই-টেক পার্ক, সিলেট (সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি)'। এখানে বর্তমানে প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন এবং সংশিষ্ট অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি উন্নয়নের প্রায় ৪৫% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। একটি বিজনেস ইনফরমেশন সেন্টার (৪০০০ বর্গফুট) নির্মাণ করা হয়েছে এবং একটি ৩ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন (৩১,০৭৭ বর্গফুট), ব্রিজ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। পার্কটিতে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এছাড়াও জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২ জেলায়) এবং দেশের ৭টি স্থানে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস এন্ড ইনকিউবেটর সেন্টার স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প একনেক থেকে অনুমোদিত হয়েছে। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬২,০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট একটি আইসিটি ইনকিউবেটর কাম ট্রেনিং সেন্টারসহ রাস্তা, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি সহায়ক অবকাঠামো তৈরির কাজ এগিয়ে চলছে। নাটোরে পুরাতন কারাগারকে সংস্কারের মাধ্যমে একটি দৃষ্টিনন্দন আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। এ সেন্টারে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের আউটসোর্সিং এর সুযোগ রাখা হয়েছে।

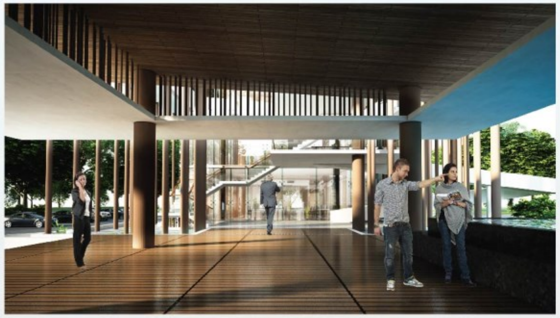

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ ৩১.৬২৯৬ একর জমির উপর স্থাপিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ পার্কটিও গত ২৪ নভেম্বর, ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। বর্তমানে সাপোর্ট টু কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক প্রকল্পের আওতায় ৬২,০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট আইটি ইনকিউবেটর কাম ট্রেনিং সেন্টার ও সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যা আগামী ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। গত ১৮ জুলাই, ২০১৭ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহীতে আইটি ইনকিউবেশন কাম ট্রেনিং সেন্টার এবং গেটসহ সীমানা প্রাচীর স্থাপন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

ইনফো-সরকার প্রকল্প (ফেজ-৩)

- ইনফো-সরকার (ফেজ-২) এর মাধ্যমে উপজেলা পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান, ২২৭টি সরকারি দপ্তর ও ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ ১৮,৪৩৪ টি সরকারি অফিসকে একটি একীভূত নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ নেটওয়ার্কের আওতায় দেশব্যাপী VPN (Virtual Private Network) স্থাপন করে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের সকল উপজেলার সাথে জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সরাসরি কথোপকথনের জন্যে এবং একসাথে একাধিক উপজেলায় বার্তা/তথ্য প্রেরণ, সভা/অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ৮ শতাধিক ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে;
- বর্তমানে ইনফো-সরকার (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় উপজেলা হতে ২৬০০টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবারের সংযোগ সম্প্রসারিত হচ্ছে। ২০১৮ সালের জুনে এ কাজ সম্পন্ন হবে
- প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে POP (Point of Presence) স্থাপনের কাজ চলছে;
- লিজড লাইনের মাধ্যমে ১০০০টি পুলিশ অফিস সংযোগের ব্যবস্থা রয়েছে;
- পৃথক VPN স্থাপন ২০১৮ সালের জুনের মধ্যে শেষ হবে।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

দেশে আইসিটি শিক্ষার বিস্তার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে “সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ল্যাব ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ল্যাবসমূহকে ‘শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব’ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের মাধ্যমে ৯টি ভাষা (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানীজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবি ও চাইনিজ) শেখানোর সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ মাননীয় স্পীকার কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।

- সারা দেশের নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৯০১ (দু হাজার নয়শত এক)টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপিত হয়েছে।
- জেলা পর্যায়ে ৬৫ (পঁয়ষট্টি)টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপিত হয়েছে।
- ১০০ (একশত)টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

বিশেষায়িত ল্যাব

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য হাই-এন্ড এর প্রশিক্ষণে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১২৯টি বিশেষায়িত ল্যাব প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ইতোমধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে Software Testing & Quality Assurance Lab, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Animation Lab ও Audio Visual Lab, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে Robotic Lab, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে Big Data Analytics Lab, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে Advance Computing Lab, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে Computer Network Analysis and Cyber Security Lab, বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, নাটোরে Digital Computer Lab স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্বদ্যিালয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে ইনকিউবেশন সেন্টার।

আইডিয়া প্রকল্প

টেকসই উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম তৈরি, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন, মেধাসত্ত্ব সংরক্ষণ ও সংযোগকরণ, তরুণ

উদ্ভাবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, উত্তম ধারণাসমূহ চিহ্নিতকরণ,লালন ও উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি এবং উদ্ভাবনী সামগ্রীর বাণিজ্যিকীকরণ ও ব্র্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে Innovation Design and Entrepreneurship Academy- iDEA প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

যা থাকছে আইডিয়া (iDEA) প্রকল্পে:

- রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, কো-ওয়ার্কিং স্পেস, সাপোর্ট টু ইনোভেশন এবং এক্সপেরিয়েন্স জোন
- ইন্টারনেট অব থিংস, বিগ ডেটা অ্যানালাইটিকস, মেশিন লার্নিং, ভার্চুয়াল/অগমেন্টেড রিয়ালিটি, মোবাইল কম্পিউটিং, স্মার্ট টিভি, সিকিউরিটি সলিউশন, ইমেজ প্রসেসিং, ওয়্যারলেস কমিউনেকশন, রোবোটিকস, থ্রিডি প্রিন্টিং ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা;
- কোয়ালিটি অ্যাসিউরেন্স, ইন্টারনেট অব থিংস, এনিমেশন ও অডিও প্রসেসিংয়ে বিশেষায়িত ল্যাব
- সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনাসমূহকে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মেন্টরশিপ প্রদান;
- ইনোভেশন প্রদর্শনী, মার্কেটিং, ব্র্যান্ডিং ও মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণে সহায়তা;
- এ প্রকল্পের আওতায় ৩৭টি স্টার্ট আপকে অর্থায়ন করা হয়েছে;
- আইসিটি টাওয়ারে আইডিয়ার একাডেমিক ভবন স্থাপনের কাজ আগামী দু'মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

টিয়ার ফোর জাতীয় ডেটা সেন্টার

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আরেকটি বড় অর্জনের তালিকায় যোগ হচ্ছে টিয়ার ফোর জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV National Data Centre)। তথ্য ও ডেটা সুরক্ষা ও অধিক হোস্টিং ক্ষমতার এই ডেটা সেন্টারটি আন্তর্জাতিক মানের এবং এর ডিজাইন অনুমোদিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের আপটাইম ইনস্টিটিউট থেকে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক সংলগ্ন স্থানে এ ডেটা সেন্টারটির দ্বিতল ভবনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

- প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ৮০ শতাংশ।
- টিয়ার ফোর জাতীয় ডেটা সেন্টারটি নির্মাণের কাজ ২০১৫ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে নির্ধারিত থাকলেও ২০১৮ সালের মার্চেই এর বাস্তবায়ন শেষ হবে বলে আশা হচ্ছে।

ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালি প্রকল্প

বঙ্গোপসাগর কূলের দ্বীপ মহেশখালিকে ডিজিটাল নেটওয়ার্কের আওতায় এনে দ্বীপে বসবাসকারি মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে গ্রহণ করা হয় ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালি প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় মহেশখালি দ্বীপে অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও ই-কমার্সের সম্প্রসারিত করা হচ্ছে।

- ইতোমধ্যে তিনটি নির্বাচিত ইউনিয়নের ২৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে।
- প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
- বিকল্প বিদ্যুতের উৎস হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সোলার প্যানেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

PayPal+XOOM
Connectivity Launch in

দক্ষ মানবসম্পদ

দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিগত চার বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আইটি খাতের বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৮০ হাজার তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রশিক্ষিতের সংখ্যা ও বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

টপ-আপ আইটি ও ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ

এফটিএফএল প্রশিক্ষণ, মিডল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ

দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিকাশ ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে Leveraging ICT for Growth, Employment and Governance (LICT) প্রকল্পের আওতায় টপ-আপ আইটি, ফাউন্ডেশন, ফাস্ট ট্রাক ফিউচার লিডার (এফটিএফএল) ও মিডল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণে ৩৫,০০০ (পয়ত্রিশ হাজার) দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা হচ্ছে। এরমধ্যে এলআইসিটি প্রকল্প কর্তৃক নিয়োজিত যুক্তরাজ্যভিত্তিক আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং (ইওয়াই) টপ-আপ আইটি এবং ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩০ হাজার স্নাতক-স্নাতকোত্তর তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১৮ হাজার জনের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। এ ছাড়াও, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট আহমেদাবাদ (আইআইএমএ), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি), দিল্লী এবং ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ) এর দক্ষ প্রশিক্ষকদের দ্বারা দেশের আইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যম স্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চলছে। এছাড়, এফটিএফএল প্রোগ্রামের আওতায় শীর্ষ স্থানীয় আইটি প্রতিষ্ঠান ডাটা সফটের মাধ্যমে বিগ ডাটা অ্যানালাইটিকস, ক্লাউড কম্পিউটিং, আইওটি প্রশিক্ষণ এবং অগমেডিক্স এর মাধ্যমে মেডিকেল স্ক্রাইবার তৈরির প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইটি কোম্পানির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে দেয়া হচ্ছে। এজন্য বিভিন্ন সময়ে চাকুরি মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে তিন সহস্রাধিক তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ

আইসিটি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে "সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে ৭০৭২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ১৮৯1 জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

বিশেষভাবে সক্ষমদের দক্ষতা উন্নয়ন

দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে প্রতিবন্ধীদের সক্ষমতা উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। বিশেষভাবে সক্ষমদের চাকুরি নিশ্চিত করার জন্য ২০১৫ সাল থেকে প্রতিবছর ১ জানুয়ারি আইসিটি প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিসিসি'তে চাকরি মেলার আয়োজন করা হয়।

- বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়নে এ পর্যন্ত মোট ৬৩১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত ৪৯৯ জনের চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

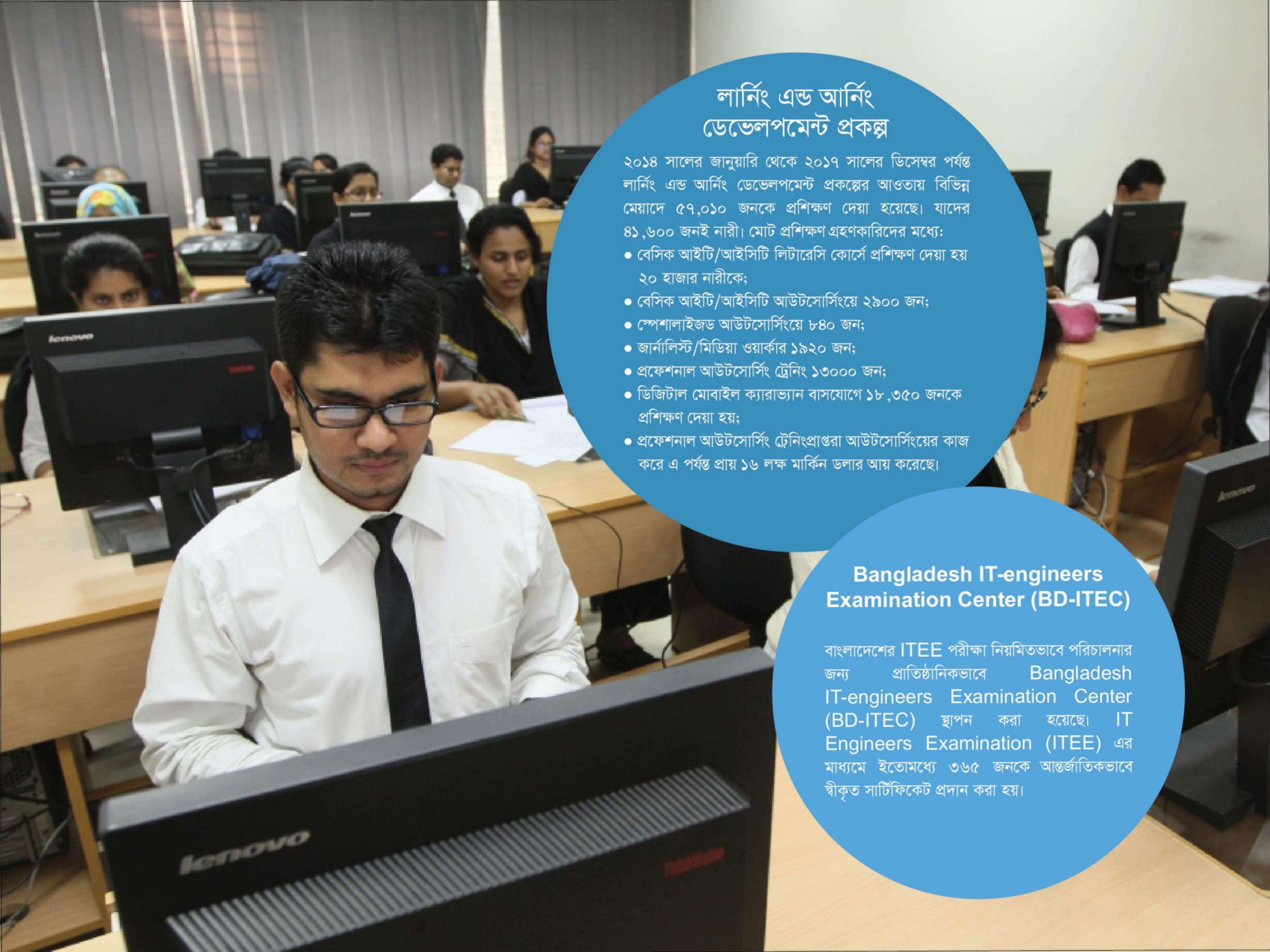

লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প

২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে ৫৭,০১০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যাদের ৪১,৬০০ জনই নারী। মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারিদের মধ্যে:

- বেসিক আইটি/আইসিটি লিটারেসি কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ২০ হাজার নারীকে;
- বেসিক আইটি/আইসিটি আউটসোর্সিংয়ে ২৯০০ জন;
- স্পেশালাইজড আউটসোর্সিংয়ে ৮৪০ জন;
- জার্নালিস্ট/মিডিয়া ওয়ার্কার ১৯২০ জন;
- প্রফেশনাল আউটসোর্সিং ট্রেনিং ১৩০০০ জন;
- ডিজিটাল মোবাইল ক্যারাভ্যান বাসযোগে ১৮,৩৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়;
- প্রফেশনাল আউটসোর্সিং ট্রেনিংপ্রাপ্তরা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে এ পর্যন্ত প্রায় ১৬ লক্ষ মার্কিন ডলার আয় করেছে।

Bangladesh IT-engineers Examination Center (BD-ITEC)

বাংলাদেশের ITEE পরীক্ষা নিয়মিতভাবে পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে Bangladesh IT-engineers Examination Center (BD-ITEC) স্থাপন করা হয়েছে। IT Engineers Examination (ITEE) এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩৬৫ জনকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

সাইবার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ

- এলআইসিটি প্রকল্প থেকে সরকারি কর্মকর্তা ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর ২৪০০ জনকে Cyber Security, Digital Forensic & Vulnerability Assessment প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- এছাড়াও, সিসিএ সারা দেশে ১০ হাজার ২৭৫ জন স্কুল ও কলেজগামী ছাত্রীকে হাতে কলমে সাইবার নিরাপত্তা বিধানে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। যা দেশ বিদেশে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

শী পাওয়ার প্রকল্প

আইসিটি ব্যবসায় নারী উদ্যোক্তা সৃজনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে She Power project : Sustainable development for women through ICT শীর্ষক (প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৪,০০০ নারীকে Freelancer to Entrepreneur, প্রায় ৪,০০০ নারীকে Women IT Service Provider এবং প্রায় ২,৫০০ নারীকে Call Center Agent হিসাবে গড়ে তোলা হবে।

ফেসবুকের #BoostYourBusiness কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ

বিশ্বে সামাজিক যোগাযোগের সবচেয়ে বড় প্লাটফরম ফেসবুক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) প্রকল্পের অধীনে আইটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১০ হাজার তরুণ-তরুণীকে ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে #BoostYourBusiness কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

- ইতোমধ্যে প্রায় ২ হাজার জনকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

ই-গভর্নমেন্ট

ই-গভর্নমেন্ট রোডম্যাপ ও ই-গভর্নেন্স ইন্টারঅপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক (e-GIF)

ই-গভর্নমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রকল্পের আওতায় সরকারের ৫২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, ৬৮টি অধিদপ্তর এবং সংস্থাসমূহকে Bangladesh National Enterprise Architecture (BNEA) এর মধ্যে আনার জন্য একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হচ্ছে। সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে ডেটা/তথ্য ইলেক্ট্রনিক উপায়ে আদান-প্রদান নিশ্চিত করার জন্য BNEA-এর অংশ হিসেবে ই-গভর্নেন্স ইন্টারঅপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক (e-GIF) প্রস্তুত করা হয়েছে। এজন্য একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ১০টি পৌরসভার জন্য ডিজিটাল মিউনিসিপ্যালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম নামে একটি সফটওয়্যারের উন্নয়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্যশস্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা পদ্ধতিকে সহজ করার জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে এবং এটি কিভাবে ব্যবহার করা হবে তার উপর পাইলটিং চলছে।

টিয়ার থ্রি জাতীয় ডেটা সেন্টারের মাধ্যমে সেবা

ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান ডেটা সেন্টারের হোস্টিং ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। আরও অধিক সক্ষমতার ডেটা সেন্টার প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের ডেটা সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এ স্থাপিত Tier-III National Data Centre এর সম্প্রসারণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে । এতে নিম্মোক্ত সর্ভিসসমূহ হোস্টিং করা হয়েছে

- সরকারি ওয়েব সাইট (২৪৫টি)
- ই-মেইল হোস্টিং সার্ভিস (৩৯৫৫৪ টি ই-মেইল একাউন্ট)
- বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকার তথ্য ভান্ডার
- ই-সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ই-ভ্যাট, ই-ট্যাক্স ইত্যাদি সিস্টেম
- National Portal Framework (NPF)
- অর্থ বিভাগের অনলাইন বেতন ও পেনশন নির্ধারণী সিস্টেম

ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও সেবা

সরকারের রূপকল্প ২০২১ পূরণে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে দেশে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

● কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথিরিটি (সিসিএ) ইতোমধ্যে সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে ২৫ হাজারেরও বেশি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ ও এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

● বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে তাদের স্ব-স্ব ওয়েব সাইট ও দপ্তরে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার শুরু করেছে। ই-টিআইএন এ ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার শুরু করা হয়েছে। ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারীর তথ্য যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের NID ডাটাবেজের সংঙ্গে VPN সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

● পিকেআই সিস্টেম এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় পিকেআই সিস্টেমের আপগ্রেডেশন সফল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য সাইবার ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে।

● তথ্যপ্রযুক্তি তথা সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে ৬০০ দক্ষ জনবল প্রস্তুতের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

● মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয় ইউনিয়নসহ অন্যান্য দেশের সাথে পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে

BGD e-Gov CIRT

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে BGD e-Gov CIRT (Computer Incident Response Team) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ First Organization এর মাধ্যমে Global Forum for Incident Response and Security Teams এর সদস্য পদ লাভ করেছে।

- বাংলাদেশ e-Gov CIRT কর্তৃক দেশের ৭০টি সরকারি অফিসের ওয়েব সাইটের vulnerability টেস্ট করা হয়।
- সম্প্রতি অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স -কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টীম (ওআইসি-সিইআরটি) BGD e-Gov CIRT-কে সাইবার আক্রমণ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

NATIONAL EMERGENCY SERVICE 999

৯৯৯ এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা

জাতীয় পর্যায়ে সর্বস্তরে জনগণের জন্য মোবাইল ফোনভিত্তিক হেল্পডেস্ক বাস্তবায়ন কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস '৯৯৯' চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। পরীক্ষামূলকভাবে চালু অবস্থায়ই এ সার্ভিসটি মানুষের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এই কল সেন্টারের ৩৩ লাখ ফোন কলের বিশ্লেষণ করে ৯৯৯ চালুর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করেন। ৯৯৯ ইমার্জেন্সি সার্ভিস চালুর মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য জরুরি পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

আইসিটি উদ্ভাবনী গবেষণা ও ফেলোশিপের জন্য অনুদান

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে আইসিটি খাতের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য উদ্ভাবনী, গবেষণা, বৃত্তি ও ফেলোশিপে আর্থিক সহায়তা করে আসছে।

- ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত চারটি অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ থেকে প্রদত্ত বৃত্তি ও ফেলোশিপের পরিমাণ মোট ৭ কোটি ৪৯ লাখ ৭০ হাজার টাকা।
- একই সময়ে উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্পে প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ ৯ কোটি ৬৭ লক্ষ ৩১ হাজার ৩শ' টাকা।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩০টি প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ১০ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা বিশেষ অনুদান দেয়া হয়।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রথম রাউন্ডে ৪০টি প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিশেষ অনুদান দেয়া হয়।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান/প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য MIST, KUET, DUITS Bangladesh Informatics Olympiad Committee-কে, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবকেন্দ্রিক ২০০১টি আইসিটি ক্লাব গঠনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরকে, ১০টি স্কুলের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অনলাইনভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য জাগো ফাউন্ডেশনকে এবং শিক্ষিত নারীদের জন্য একটি সামাজিক উদ্যোক্তা মডেল (ইনফোলেডি) শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ডিনেট-কে ৩ কোটি টাকা বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়।

ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন

সরকার আগামী ২০২১ সাল নাগাদ আইসিটি রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এজন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আইসিটি রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং আইসিটি শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। আইসিটি রপ্তানীতে প্রণোদনা এবং হাইটেক পার্কে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে ট্যাক্স হলিডেসহ ইনসেনটিভ প্যাকেজ ঘোষণার প্রচেষ্টা চালায়। এ কারণে আইসিটি রপ্তানীতে ইতিবাচক ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

- আইটি/আইটিইএস কোম্পানীর জন্য ২০২৪ সাল পর্যন্ত ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করা হয়েছে।
- হার্ডওয়্যার সংযোজন বা উৎপাদনে ৯৪ টি পণ্যের উপর শুল্ক কমিয়ে ১ শতাংশ করা হয়েছে।
- আইটি/আইটিইএস খাতে ১০ শতাংশ নগদ প্রনোদনা প্রদান করা হয়।
- আইসিটি খাতে নানা সুবিধা নিশ্চিত করায় ইতোমধ্যে আইসিটি রপ্তানী ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশের আইটি-আইটিইএস শিল্পের গবেষণাপত্র

ভবিষ্যতে স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগের সুযোগ ও সম্ভাবনার কথা বর্ণনা করে প্রথম বারের মতো আইটি ও আইটি সক্ষম সেবা (আইটি-আইটিইএস) শিল্পের উপর একটি স্বাধীন গবেষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। ৩০ নভেম্বর ২০১৭ জনতা টাওয়ারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক 'বেটিং অন দ্য ফিউচার-দ্য বাংলাদেশ আইটি-আইটিইএস ইন্ডাস্ট্রি' (Betting on the Future – The Bangladesh IT-ITES Industry) শীর্ষক গবেষণাপত্রটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

এলআইসিটি প্রকল্পে নিয়োজিত ইউএস ভিত্তিক বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ (বিসিজি) এর সহযোগিতায় স্থানীয় কোম্পানি ও সরকারি অংশীদারদের সাথে আলাপ ও মতামত নিয়ে এবং তথ্য সংগ্রহ করে আন্তর্জাতিক পরামর্শক ও গবেষণা সংস্থা এভারেস্ট গ্রুপ গবেষণাপত্রটি প্রণয়ন করে।

গবেষণাপত্রে ২০১৭ সালে স্থানীয় আইটি ও আইটিইএস শিল্পের রাজস্ব উৎপাদন ০.৯-১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২৫ সালে তা পাঁচগুণ বেড়ে ৪.৬-৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়।

স্ট্রাটেজিক সিইও আউটরীচ প্রোগ্রাম

STRATEGIC CEO OUTREACH PROGRAM LAUNCHED TO CREATE EMPLOYMENT IN ICT SECTOR

আইটি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বোস্টন কনসালন্টিং গ্রুপের (বিসিজি) সহযোগিতায় 'স্ট্রাটেজিক সিইও আউটরিচ প্রোগ্রাম' চালু করেছে।

বিসিজি আগামী দু'বছর দেশের আইটি প্রতিষ্ঠান ও এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে (সিইও) বিদেশের আইটি প্রতিষ্ঠান ও সিইওদের যোগাযোগ, সম্পর্ক ও ব্যবসায়িক উন্নয়ন ঘটিয়ে আইসিটি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করবে।

বিসিজি বাংলাদেশ এবং বিদেশী আইটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ও সম্পর্ক তৈরি এবং একে অপরের মধ্যে ব্যবসায়িক উন্নয়নে একটি দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আইটি/আইটিইএস খাতসংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে।

বিসিজি সিইও আউটরিচ প্রোগ্রামের আওতায় বাংলাদেশের আইটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিদেশের আইটি প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ, সম্পর্ক ও ব্যবসায়িক উন্নয়ন, বিদেশী বিনিয়োগকারিদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে আইটি/আইটিইএস খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণ কৌশল প্রণয়ন করবে।

বাংলাদেশের আইটি কোম্পানীর সঙ্গে বিদেশি আইটি কোম্পানীগুলোর সেতুবন্ধ রচনার জন্য বিসিজি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বিসিজি ভারত এবং সিলিকনভ্যালিভিত্তিক কয়েকটি বড় আইটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং বাংলাদেশের আইটি কোম্পানীর সংগে বৈঠকের ব্যবস্থা করেছে

আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার ও এ খাতে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালাকে যুগোপযোগী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা' ২০০৯ এর সংশোধন, সংযোজন ও পুনর্বিন্যাস করে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা' ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়। বেসরকারি এসটিপি গাইডলাইন ২০১৫ এবং আইসিটি অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। ভেনচার ক্যাপিটাল বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে। ই-সেবা আইনের খসড়া ও ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য তা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 'রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের জন্য সাইবার ঝুঁকি নিরসনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৬' প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তথ্য প্রযুক্তি বিধিমালা (অপরাধ ও তদন্ত) ২০১৭ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের জন্য সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল বিধিমালার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির নানা আয়োজন

আইসিটি পণ্য ও সেবাসমূহের ব্যবসায়িক সুবিধা সৃষ্টি ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা, আইসিটিভিত্তিক উদ্ভাবনী প্রদর্শনের লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা হতে বিভিন্ন ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সবচাইতে বড় মেলার আয়োজন করে আসছে। ২০১১ সালে ই-এশিয়া আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ মেলার সূচনা করা হয়। ২০১২ সাল থেকে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড নাম দিয়ে প্রতিবছরই এ মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। ৬ -৯ ডিসেম্বর ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজন করা হয় ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭। চারদিনের এই মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল উদ্বোধনী দিনে রোবট সোফিয়ার উপস্থিতি। এ বছরের অক্টোবরে সৌদি আরবে সোফিয়াকে নাগরিকত্ব দেয়া হলে গোটা বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে এই আবিষ্কার নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। এর প্রায় দু'মাস পর বাংলাদেশে সোফিয়ার আগমন দেশের মানুষ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সোফিয়ার কথোপকথনে মুগ্ধ দেশের মানুষ। দ্বিতীয় দিনে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদের আগমন এবং মিনিস্ট্রিরিয়্যাল কনফারেন্সে তাঁর বক্তব্য এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশনে তথ্যপ্রযুক্তির নানা বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর পুরো অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। দেশি-বিদেশি প্রায় ৪০০ আইসিটি-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ নেয়। প্রায় ৫ লক্ষাধিক মানুষ এ মেলা পরিদর্শন করে।

বিপিও সামিট

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বিপিও সামিট আয়োজন করে দেশীয় আইটি শিল্পের সঙ্গে বিদেশী আইটি শিল্পের সেতুবন্ধ তৈরি করে দেয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। ২০১৫ ও ২০১৬ সালে বিপিও সামিট চলাকালে বেশ কয়েকজন জন তরুণ-তরুনীর কর্মসংস্থান হয়।

আইসিটি এক্সপো

তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য ও সেবা এবং দেশের আইসিটি শিল্পকে দেশে ও বিদেশে তুলে ধরার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ২০১৫ সাল থেকে আইসিটি এক্সপোর আয়োজন করা হচ্ছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো ২০১৫ উদ্বোধন করেন। ২০১৬ সালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আইসিটি এক্সপো ২০১৬ ও ২০১৭ এর উদ্বোধন করেন মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা ও চাকুরি মেলা

তথ্যপ্রযুক্তি মানুষের ক্ষমতায়নে সহায়ক এক হাতিয়ার। সর্বস্তরের সব মানুষের জন্যই এ প্রযুক্তির কার্যকারিতা সমান। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য তাই তথ্যপ্রযুক্তি নতুন এক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি চর্চার সম্প্রসারণ এবং তাদের সক্ষমতা উন্নয়নে আইটি প্রতিযোগিতা সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করতে পারে। এজন্যই বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আইটি প্রতিযোগিতা ও তাদের কর্মসংস্থানের জন্য ২০১৫ সন থেকে প্রতি বছর ১ জানুয়ারি চাকুরি মেলার আয়োজন করে আসছে। আইটি প্রতিযোগিতা আয়োজনের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আয়োজিত যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইটি প্রতিযোগিতার জন্য বাংলাদেশের যুবপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রস্তুত করা এবং উপযুক্ত প্রতিযোগী বাছাই করা। এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর জন্য এ প্রতিযোগিতা আয়োজন করে Korea Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities (KSRPD)। ২০১৫ সনে KSRPD এর উদ্যোগে Global IT Challenge for Youth with Disabilities (GITC) আয়োজন করা হয়েছিল ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায়। প্রথমবারের মত বাংলাদেশের ৬ সদস্যের একটি দল (৪ জন প্রতিযোগী) GITC ২০১৫-তে অংশগ্রহণ করে। ২০১৬ সনের নভেম্বর মাসে GITC অনুষ্ঠিত হয় চীনে। সেখানেও বাংলাদেশ দল অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও প্রতিবছর আইটি প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধীদের জন্য চাকুরি মেলার আয়োজন করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

জাতিসংঘের এপিআইএস স্টিয়ারিং কমিটির অধিবেশন

জাতিসংঘের ইকোনমিক এন্ড সোস্যাল কমিশন ফর এশিয়া এন্ড দ্য প্যাসিফিক (এসকাপ) এর এশিয়া প্যাসিফিক ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের (এপিআইএস) স্টিয়ারিং কমিটির দু'দিনব্যাপী (১-২ নভেম্বর ২০১৭) অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এ অধিবেশনের আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এপিআইএস এর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্টিয়ারিং কমিটির এই অধিবেশনে প্রায় ১০০টি দেশের প্রতিনিধি অংশ নেয়।

অধিবেশনে এপিআইএস এর মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত কানেক্টিভিটি, ইন্টারনেট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, ই-রিসিলিয়েন্স এবং ব্রডব্যান্ড ফর অল - এই চারটি স্তম্ভ এবং মধ্যবর্তী মেয়াদে (২০১৬-১৮) বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ অধিবেশনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে এপিআইএস স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি মনোনীত করা হয়। উল্লেখ্য, গত ২৯-৩০ আগস্ট ২০১৬ চীনের গুয়াংজুতে এপিআইএস ওয়ার্কিং গ্রুপের এর দ্বিতীয় সভায় বাংলাদেশকে এক বছরের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

আইসিটি অস্কারখ্যাত এপিআইসিটিএ অ্যাওয়ার্ড ঢাকা ২০১৭

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় ও সফল উদ্যোগ, সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সেবার স্বীকৃতি দিতে প্রতিবছর এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স (এপিআইসিটিএ বা অ্যাপিকটা) অ্যাওয়ার্ডসের আয়োজন করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) যৌথভাবে ৭-১০ ডিসেম্বর ২০১৭ প্রথমবারের মতো 'অ্যাপিকটা অ্যাওয়ার্ডস ঢাকা ২০১৭' এর আয়োজন করে। বিভিন্ন দেশ থেকে ৬৬ জন বিচারক ১৭টি বিভাগের ১৭৭টি প্রকল্প বাছাই করে। বাংলাদেশ থেকে ৪৭টি প্রকল্প প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অ্যাপিকটা উপলক্ষ্যে প্রায় ৪০০ বিদেশী অতিথি বাংলাদেশে আসেন।

আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্প

একবিংশ শতাব্দীতে সারাবিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি খাত দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে বিকশিত করার পূর্বশর্ত হচ্ছে একুশ শতকের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণে আগ্রহী করে তোলা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) প্রকল্প দেশের ৬৪ জেলার নির্বাচিত সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের আইটি প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী করে তোলার জন্য আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্পের আয়োজন করে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৮৫ হাজার শিক্ষার্থীর মাঝে তথ্যপ্রযুক্তিতে ক্যারিয়ার গড়ে তোলার ধারণা দেয়া হয়।

ফ্রিল্যান্সার কনফারেন্স

বিশ্বে আউটসোর্সিংয়ে বাংলাদেশের শক্ত অবস্থান রয়েছে। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা নিজেরাই যাতে আয় করে স্বাবলম্বী হতে পারে সেজন্য সরকারের লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং উন্নয়ন প্রকল্প থেকে সারাদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সার তৈরি করা হচ্ছে। আরও ব্যাপক সংখ্যক তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে উঠায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ১৯ অক্টোবর ২০১৭ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) ফ্রিল্যান্সার কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। এতে সারাদেশ থেকে প্রায় ২৫০০ জন ফ্রিল্যান্সার অংশগ্রহণ করে।

ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ, ওয়ান ড্রিম

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এক্সিম ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ, ওয়ান ড্রিম প্রোগ্রামের আওতায় মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। গত ৩০ এপ্রিল ২০১৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ এ ল্যাপটপ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ পর্যন্ত ১২শ' ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়েছে এবং আরও ৮শ' ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

আরও নানা ইভেন্টস

বিগত চার বছরে উল্লেখযোগ্য অন্যান্য ইভেন্টস আয়োজনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। এর মধ্যে রয়েছে:

- 'বিপিও সামিট' ২০১৬ ও ২০১৭
- জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭
- উন্নয়ন মেলা ২০১৬
- জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহ ২০১৬
- অনলাইনে নারীর নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় সম্মেলন ২০১৭
- শেখ হাসিনা উদ্যোগ-ডিজিটাল বাংলাদেশ ক্যাম্পেইন ২০১৬-১৭
- জাতীয় মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন পুরষ্কার ২০১৬ ও ওয়ার্ল্ড সামিট ২০১৬
- ন্যাশনাল হাই-স্কুল প্রোগ্রামিং কনটেষ্ট ২০১৪ - ১৭
- ন্যাশনাল হ্যাকাথন ফর উইমেন সোস্যাল মিডিয়া এক্সপো ২০১৭
- আইসিটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা
- সোস্যাল মিডিয়া প্যারেড
- ন্যাশনাল হ্যাকাথন ২০১৫-১৭
- বিশেষভাবে সক্ষমদের চাকুরী মেলা

অন্যান্য উদ্যোগসমূহ

ভবিষ্যতে আরও যেসব উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ...

বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র্যমুক্ত এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে এ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা, ই-সেবা এবং সরকারের অভ্যন্তরীণ তথ্য প্রবাহে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি প্রবর্তনের উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগসহ তার অধীনস্থ সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এভাবেই বাংলাদেশ শ্রমনির্ভর অর্থনীতি থেকে জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতিতে উত্তরণে নতুন মাইলফলক অতিক্রম করবে। ২০২১ সালের মধ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার আধুনিক প্রতিচ্ছবি হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কাজ বাস্তবায়িত হবে এবং তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক রূপান্তরের (Transformation) মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ঘোষিত সময়ের পূর্বেই উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

- টেকনোলজি ল্যাব অ্যান্ড সফটওয়্যার ফিনিশিং স্কুল
- মডার্নাইজেশন অব রুরাল অ্যান্ড আরবান লাইভস্‌
- স্মার্ট সিটি প্রকল্প
- ইন্টিগ্রেটেড ই-গভর্মেন্ট প্রকল্প
- বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিএলএসআই ল্যাব
- জাতীয় নিরাপত্তা কেন্দ্র ও ফরেনসিক ল্যাব
- আইটি পার্ক ফর এমপ্লয়মেন্ট প্রজেক্ট
- ডিজিটাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একাডেমি
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি সেন্টার
- জাতীয় সার্টিফিকেশন পদ্ধতি
- জাতীয় সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সি
- ভার্চুয়াল ইউনিভার্সিটি অব মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ইনোভেশন

এক নজরে অর্জনসমূহ

আইসিটি বিভাগের আওতাধীন সকল সংস্থা ও বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ হতে নব-নিযুক্ত মাননীয় ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বারকে ফুলের নৌকা দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি

- সরকার কর্তৃক ১২ ডিসেম্বরকে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস হিসেবে ঘোষণা।
- যশোরে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের উদ্বোধন।
- হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ভিজুয়াল কালার ভার্সন এবং বিশ্বসেরা এই ভাষণের ২৬টি নির্বাচিত বাক্য দেশের ২৬ জন খ্যাতিমান লেখকের দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়ে 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণঃ রাজনীতির মহাকাব্য' শীর্ষক ব্যতিক্রমী গ্রন্থ রচনা করে তা প্রযুক্তির মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ডিজিটাল ভার্সনে (মোবাইল অ্যাপ ও ই-বুক) রূপান্তর।
- জাতীয়ভাবে জরুরি সেবা প্রদানের জন্য ৩৩ লাখ ফোন কলের বিশ্লেষণ করে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস ৯৯৯ চালু।
- পেপ্যাল-জুম সার্ভিস ও গুগল মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট চালু।
- ৯৪টি আইসিটি পণ্য আমদানীতে শুল্ক ১ শতাংশে কমিয়ে আনা।
- আইসিটি পণ্য রপ্তানীতে ১০ শতাংশ নগদ সহায়তা ঘোষণা।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন।
- উপজেলা পর্যন্ত কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠার পর ২৬০০ ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া।
- ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ এ মানবিক রোবট সোফিয়াকে এনে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়ন সম্পর্কে দেশের মানুষকে পরিচিত করা।
- এশিয়া প্যাসিফিক ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স অ্যাওয়ার্ড (এপিআইসিটিএ) ঢাকা ২০১৭ আয়োজন।
- হাইটেক পার্কে বিনিয়োগকারিদের জন্য ২০২৪ সাল পর্যন্ত ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা।
- স্টার্ট আপ চালু করা ও ইনোভেশন, ডিজাইন এন্ড অন্ট্রাপ্রেনিউর একাডেমি (iDEA) প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি।
- প্রতিবন্ধী ও শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের জন্য চাকুরি মেলার আয়োজন করে যোগ্যদের চাকুরির সুযোগ করে দেয়া।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অ্যাপ এর উন্নয়ন।
- দেশের ৬৪ জেলার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্পের আয়োজন।
- গভর্নিং প্রসেসকে ডিজিটাইজড করার জন্য Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে 'ASOCIO 2016 Digital Government Award' প্রদান করে।
- ৭ থেকে ৯ মে ২০১৭ যুক্তরাজ্যের ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত MobileGov World Summit 2017" শীর্ষক ইভেন্টে 'Excellence in Designing the Future of e-Government' ক্যাটাগরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে "Global MobileGov Awards 2017" এর চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নির্বাচিত হয়।
- Asian-Ocean Computer Industry Organization (ASOCIO) এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে 'ICT Education Award 2017' পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- ইনক্লুসিভ ডিজিটাল অপরচুনিটি ক্যাটাগরিতে ইনফো-সরকার প্রকল্পকে ই-এশিয়া ২০১৭ পুরস্কার প্রাপ্তি।
- সারাদেশে কারিগরি অবকাঠামো নির্মাণ, জনসেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি, দেশের আইটি শিল্প উন্নয়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্প্রসারণে ব্যবস্থা গ্রহণসহ দেশে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য জনপ্রশাসন পুরস্কার (কারিগরি) ক্যাটাগরিতে বাংলাদশে কম্পিউটার কাউন্সিলের 'জনপ্রশাসন পদক ২০১৭' পুরস্কার প্রাপ্তি।

১২ ডিসেম্বর ২০১৭
প্রথমবারেরমত
জাতীয় তথ্য
ও
যোগাযোগ প্রযুক্তি
দিবস উৎযাপন

১৩ নভেম্বর ২০১৭ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক শুরুরপূর্বে 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণঃ রাজনীতির মহাকাব্য' শীর্ষক বই-এর মোড়ক উন্মোচন ও এর ডিজিটাল ভার্সন- মোবাইল এ্যাপ ও ই-বুকের উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জরুরি প্রয়োজনে
মনে রাখুন
একটি নম্বর
৯৯৯

NATIONAL EMERGENCY SERVICE
999

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশে

ictd.gov.bd ICT DIVISIONBD ICT DIVISION ICT Division

সহযোগিতায়:
LICT
LEVERAGING ICT FOR GROWTH EMPLOYMENT & GOVERNANCE
www.lict.gov.bd